তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও টাকা পাঠানো হয়নি

বেসরকারি স্কুল ও কলেজ শিক্ষকরা ঈদের আগে বেতন পেলেন না

বিশাল বাংলা ডেস্ক

দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা ঈদের আগে তাদের বেতনের সরকারি অংশের টাকা পাননি। গতকাল সোমবার ঈদের আগে ব্যাংকের শেষ কর্মদিবসে তারা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোতে ধরনা দিয়েও শূন্য হাতে ফিরে গেছেন। ফলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের পরিবার ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে।

জানা যায়, সরকার বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের সরকারি অংশ গত ৪ মার্চের মধ্যে প্রদানের ঘোষণা দেয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখাগুলোতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং টাকা না পাঠালে গতকাল ৫ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন পাননি। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর :

রংপুর : ঈদের আগে বেতন না পাওয়ায় গতকাল সোমবার রংপুরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার শিক্ষক-কর্মচারী শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে প্রেসক্লাবের সামনে প্রায় এক ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করেন।

অবরোধকালে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি আফজাল হোসেন, শিক্ষক নেতা লেখক কলামিস্ট সোহরাব দুলাল, আব্দুর রশিদ প্রমুখ। অবরোধ চলাকালীন রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

যশোর : যশোরের ঝিকরগাছা ও চৌগাছা উপজেলার ৩ হাজার বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীরা গতকাল সারা দিন বেতনের আশায় নির্ধারিত সোনালী ব্যাংকের সামনে বসে ছিলেন। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত ব্যাংকের প্রয়োজনীয় কোনো নির্দেশ না আসায় তারা বেতন পাননি। জানা গেছে, প্রয়োজনীয় নির্দেশ না আসার বিষয়টিকে তারা রহস্যজনক বলে অভিহিত করেছেন। সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও ঈদের আগে টাকা না দেওয়াকে তারা ব্যাংকের নিষ্ঠুর আচরণ বলে মন্তব্য করেছেন।

পাবনা : শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক (ডিজি) নির্দেশ দিলেও সে সংক্রান্ত সার্কুলার সোনালী ব্যাংক প্রধান শাখায় না আসায় পাবনা জেলার ৫৪৯টি বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ৫ হাজার ৫০৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন তুলতে পারেননি।

গত রোববার হাজার হাজার শিক্ষক ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের জন্য সোনালী ব্যাংক ও শিক্ষা অফিসসমূহে সারা দিনই ভিড় জমান। কিন্তু বেতন না পাওয়ায় অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বেতন বঞ্চিত শিক্ষকরা ফিরে যান। এ সময় অনেককে কাঁদতে দেখা যায়।

এছাড়াও বেসরকারি রেজিস্ট্রিকৃত ৩ শতাধিক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাও ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন না পাওয়ায় হতাশ হয়েছেন।

মতলব (চাঁদপুর) : মতলবের প্রায় ৭ হাজার বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারী তাদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন পাননি। উপজেলার ৫০টি হাইস্কুল এবং নয়টি কলেজের শত শত শিক্ষক গতকাল স্থানীয় জনতা ব্যাংকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অবশেষে খালি হাতে বাড়ি ফেরেন। এর ফলে শিক্ষকদের মাঝে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এ ব্যাপারে জনতা ব্যাংক, মতলব শাখার ব্যবস্থাপক মোখলেছুর রহমান মোল্লা জানান, ঢাকা হেড অফিস থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং অর্থ প্রদান না করায় শিক্ষকদেরকে বেতন দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) : শাহজাদপুরের ৬০টি বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীরা গতকাল সোমবার পর্যন্ত তাদের বেতনের সরকারি অংশ পাননি। গত দুদিন ধরে তারা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে যোগাযোগ করেও টাকা তুলতে না পেরে হতাশ হয়ে ফিরে গেছেন।

গুরুদাসপুর (নাটোর) : নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ঈদের আগে তাদের বেতনের সরকারি অংশের টাকা পাননি। গত দুদিন গুরুদাসপুর সোনালী ব্যাংকের শাখায় ধরনা দিয়ে অবশেষে তারা নিরাশ হয়ে শূন্য হাতে ফিরে গেছেন।

শিক্ষকরা ব্যাংকে টাকা না পেয়ে ইউএনও ফেরদৌস আলমের শরণাপন্ন হলে তিনি ব্যাংকে যোগাযোগ করেন। ব্যাংক ম্যানেজার আঃ জব্বার বলেছেন, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সংক্রান্ত সরকারি কোনো কাগজপত্র তারা পাননি। এর ফলে সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে।

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) : উল্লাপাড়ার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ পাচ্ছেন না। শিক্ষক-কর্মচারীরা গতকাল সোমবার ব্যাংকের শেষ কর্মদিবসে বেতনের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও অবশেষে শূন্য হাতে ফিরে গেছেন।

এ ব্যাপারে সোনালী ব্যাংক উল্লাপাড়া শাখা ম্যানেজার ঈমান আলী জানান, বেতন-ভাতার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা এবং নির্দেশ না আসায় তারা শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দিতে পারেননি।

রামগতি (লক্ষ্মীপুর) : গতকাল সোমবার বেলা ২টা পর্যন্ত রামগতির বেসরকারি স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের ফেব্রুয়ারি মাসের বেতন-ভাতা উত্তোলন করতে পারেননি। এদিকে আজ থেকেই ব্যাংকে ঈদের ছুটি শুরু হয়েছে। ঈদের একদিন আগে বেতন-ভাতা উত্তোলন করতে না পারায় উপজেলার ১ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে ঈদের কেনাকাটা করতে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। এতে করে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।